ই - সংবাদ

উৎসাহ উদ্দীপনায় বড়মুড়া উৎসব অনুষ্ঠিত

তেলিয়ামুড়া, ১৭ মার্চ ।। উৎসাহ উদ্দীপনায় গতকাল তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রে বড়মুড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । বিধায়ক মণীন্দ্র চন্দ্র দাস এই উৎসবের উদ্বোধন করেন । তিনি বড়মুড়া উৎসবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, সংস্কৃতির পরিচর্যা এবং বিকাশ ঘটানো রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য । এধরণের উৎসবের মাধ্যমে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় হয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন । প্রধান অতিথির ভাষণে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার বড়মুড়া উৎসবের তাৎপর্য তুলে ধরেন । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অমরেন্দ্র চৌধুরী, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রিপণ চাকমা। সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সজল কুমার দে।স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক সিদ্ধার্থশংকর পাল। অনুষ্ঠানে শিল্পীরা ধামাইল, রাঙ্খল, জুম, গড়িয়া ইত্যাদি সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন ।

শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে সহায়তা

উদয়পুর, ১৭ মার্চ ।। তেপানীয়া ব্লক এলাকায় অসংগঠিত শ্রমিক সহায়তা প্রকল্পে ২৫৭৯ জন এবং নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে ৫৫৭ জন সুবিধাভোগীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে । এছাড়া, সুবিধাভোগী পরিবারের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার সুবিধার্থে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ১০০০ টাকা এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের ৪০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হচ্ছে । এছাড়া, পেশাগত কোর্সের জন্য প্রতিবছর ৮০০০ টাকা এবং কলেজে পড়ুয়াদের ৫০০০ টাকা করে ষ্টাইপেন্ড দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্লক কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

লালজুরী ব্লকে ১৩২টি পরিবারে গৃহ

কাঞ্চনপুর, ১৭ মার্চ ।। চলতি অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় লালজুরী ব্লক এলাকার ১৩টি এ ডি সি ভিলেজের ৯৬০টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার কাজ চলছে । এরমধ্যে এখন পর্যন্ত ১৩২টি পরিবারে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে । প্রতিটি গৃহ নির্মাণে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা । ব্লক কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়।

কাঞ্চনপুরে সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্পন্ন

কাঞ্চনপুর, ১৭ মার্চ ।। কাঞ্চনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত ১০ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্প্রতি গছিরাম পাড়া সর্বজয় রিয়াং মেমোরিয়াল হলে সম্পন্ন হয় । কর্মশালায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩৫ জন ছেলেমেয়ে সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করে । অনুষ্ঠানে বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং, গছিরামপাড়া ভিলেজের ভাইস চেয়ারম্যান কর্ণমনি রিয়াং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

কৈলাসহরে কৃষি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৈলাসহর, ১৭ মার্চ ।। কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে উনকোটি জিলা পরিষদের সভা কক্ষে সম্প্রতি কৃষি বিষয়ক একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের রোজগার দ্বিগুণ করা শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করে জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ বলেন, বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষকরা যাতে কৃষি কাজের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সেই লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মশালার গুরুত্ব রয়েছে । তিনি বলেন, কৃষির উৎপাদনে কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে । উৎপাদিত ফসল কৃষকদের বাজারজাত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও দপ্তর থেকে করতে হবে । বিশেষ অতিথির ভাষণে জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি প্রসেনজিৎ সিনহা বলেন, কৃষির উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলে কৃষকরা অবশ্যই উপকৃত হবেন। তিনি প্রতি ইঞ্চি জমিকে কাজে লাগাতে কৃষকদের পরামর্শ দেন । আলোচনায় অংশ নিয়ে কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ড. জি এস জি আয়েঙ্গার বলেন, রাজ্যে ৩১২৫ হেঃ জমিতে তিনটি ফসল চাষ হচ্ছে । কৃষির উৎপাদন বাড়াতে কৃষি এবং উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের কর্মীদের সাথে সময় মতো যোগাযোগ করার জন্য তিনি কৃষকদের পরামর্শ দেন । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মধুময় মালাকার, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিনহা, কুমারঘাট এবং গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি যথাক্রমে পীযূষ চক্রবর্তী ও বিপুল দেব, উনকোটি জেলার জেলা শাসক প্রমথ রঞ্জন ভট্টাচার্য, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ড. ডি পি সরকার ছাড়াও কৃষকদের পক্ষে গোপাল দেব, লক্ষ্মী নারায়ণ চৌহান, অতুল চাকমা ও বিমল দাস প্রমুখ । স্বাগত ভাষণ দেন কৃষি দপ্তরের উপ অধিকর্তা রতীশ মালাকার । সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি রণজিৎ কুমার নাথ ।

৯ দিন ব্যাপী উদয়পুর - গোমতী জাতীয় বইমেলার উদ্বোধন ১৮ মার্চ

উদয়পুর, ১৭ মার্চ ।। ৯ দিন ব্যাপী উদয়পুর - গোমতী জাতীয় বইমেলা ১৮ মার্চ থেকে উদয়পুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে শুরু হচ্ছে । চলবে ২৬ মার্চ পর্যন্ত । এবারের বইমেলায় ১০০টি স্টল থাকবে । দিল্লী, কলকাতা, গৌহাটি সহ রাজ্যের প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতাগণ অংশ নেবেন । উল্লেখ্য, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, উদয়পুর পুর পরিষদ এবং ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ড-এর যৌথ উদ্যোগে এই বইমেলার আয়োজন । ১৮ মার্চ বিকাল ৩টায় বইমেলার উদ্বোধন করবেন পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া । বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন বিশিষ্ট কবি শঙ্খপল্লব আদিত্য, উদয়পুর মহকুমা শাসক শুভাশিস বন্দোপাধ্যায়, ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ডের সভাপতি দেবানন্দ দাম । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব । এছাড়া, এদিন সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে ৯ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী । বইমেলায় থাকছে প্রতিদিন আলোচনাচক্র, ক্যুইজ, নাটক, কবি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

কৃষি গবেষণার সুফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ঃ রাজ্যপাল

খোয়াই, ১৬ মার্চ ।। খোয়াইয়ের চেবরীস্থিত দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে আজ উদ্ভিদ প্রজাতি এবং কৃষক অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০০১-এর উপর সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, আই সি এ আর পরিচালিত বিভিন্ন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যে গবেষণা হচ্ছে তার সুফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যে গবেষণা হচ্ছে তার সুফল কৃষকদের মধ্যে বেশি করে ছড়িয়ে দিতে হবে। কৃষকদের ভালোভাবে বোঝানোর জন্য এখানকার প্রকাশিত লিফলেটগুলি বাংলা ও ককবরকে করার জন্য রাজ্যপাল গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, তাদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান কৃষকগণ সহজে বুঝতে পারছে কিনা তা সংশ্লিষ্টদের দেখতে হবে। রাজ্যপাল তথাগত রায় অনুষ্ঠানে লিচু চারা তৈরীর পদ্ধতি, টি পি এস আলুচাষের বিকল্প পদ্ধতি, ত্রিপুরার মাটিতে অনুখাদ্যের অবস্থান ও পরিচর্যার উপর চারটি বই ও টি পি এস থেকে গুড়ি আলুচাষ পদ্ধতি, শষ্যচাষের উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা ও পরিবর্তিত আবহাওয়া জনিত চাষবাসের বিকাশ বিষয়ক সি ডির আবরণ উন্মোচন ও বিজ্ঞান কেন্দ্রে ফার্মার ক্লাবের সব্জী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে খোয়াই জেলা আরক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজ্যপাল তথাগত রায়কে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. দীপক নাথ। বক্তব্য রাখেন ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদের কৃষি প্রযুক্তি এবং গবেষণা বিষয়ক প্রয়োগ কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. বিদ্যুৎ চন্দ্র ডেকা। উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভিদ প্রজাতি এবং কৃষক অধিকার সুরক্ষা প্রাধিকরণ বিভাগের যুগ্ম নিবন্ধক দীপাল রায় চৌধুরী, ফিসারী কলেজের ডিন প্রমোদ কুমার পান্ডে, কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ড. মৃন্ময় দত্ত সহ খোয়াই জেলা শাসক অপূর্ব রায়, এস পি জয়ন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ড. নূরুল ইসলাম।

জল বিভাজিকা প্রকল্প ঃ কাকড়াবনে ৪২টি পুকুর খনন

উদয়পুর, ১৬ মার্চ ।। কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা গত ১৪ মার্চ কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থায়ী কমিটির সভাপতি কেশব সেন। সভায় কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জল বিভাজিকা প্রকল্পে ব্লক এলাকায় ৪২টি পুকুর খননের কাজ চলছে। এতে ব্যয় হবে ৬৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। তিনি জানান, চলতি অর্থ বছরে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় ব্লক এলাকায় ১০৪০ হেক্টর জমিতে শ্রীপদ্ধতিতে বোরো ধানের চাষ করা হয়েছে। তিনি জানান, সম্প্রতি বন্যাজনিত কারণে ৬৫৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে বিভিন্ন ধরনের সব্জীর বীজ প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ৭৫৯ জন কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। সভায় জল সম্পদ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ব্লক এলাকায় ৪৮টি উত্তোলক সেচ প্রকল্প রয়েছে। সবগুলি প্রকল্প চালু রয়েছে। রেগার মাধ্যমে কুশামারা পঞ্চায়েতে ১৫মিটার দীর্ঘ একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এজন্য ব্যয় হবে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। চলতি বছরে সেচের জন্য পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে ৩০০ মিটার। সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, সম্প্রতি কাকড়াবন ব্লকের ৫টি এ ডি সি ভিলেজের পাট্টাপ্রাপ্ত ৫ জন সুবিধাভোগীকে শূকর পালনে সহায়তা করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ২৭ হাজার ৫০০টাকা। সভায় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুনীতি রায়, ভাইস চেয়ারম্যান স্বদেশ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন বিল (নং ২), ২০১৭ বিধানসভায় গৃহীত

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন বিল (নং ২), ২০১৭ (দি ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ২০১৭) আজ বিধানসভায় সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ভানুলাল সাহা আজ সভায় বিলটি উত্থাপন করেছিলেন।

বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবি

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। একাদশ ত্রিপুরা বিধানসভার ত্রয়োদশ অধিবেশন আজ শেষ হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিধানসভার অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন। বিধানসভার অধিবেশন পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিভিন্ন মহকুমায় সাংস্কৃতিক কর্মশালা

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লকে সাংস্কৃতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আগরতলা ।। আগরতলা শহরের রেড লোটাস ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত সপ্তাহ ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা ১২ মার্চ শেষ হয়েছে। কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী ৪৫ জন ছেলে-মেয়ে রবীন্দ্র-নজরুল ও কত্থক নৃত্য সহ যোগাসন পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট নাট্যকার ননী দেব, তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ডুকলী ব্লকের মতিনগরেও অনুরূপ কর্মশালা আয়োজিত হয়। কর্মশালায় মতিনগর লোকরঞ্জন শাখার শিল্পী সহ এলাকার ৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী জারি-সারি, মুর্শেদি, মারফতি ইত্যাদি পরিবেশন করেন।

মোহনপুর ।। মোহনপুর মহকুমার লেফুঙ্গা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে গত ৯ মার্চ থেকে সপ্তাহ ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু হয়েছে। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা দীপ্তি দেববর্মা। কর্মশালায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে মামিতা ও লেবাংবুমানি নৃত্য এবং ককবরক নাটকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

ধর্মনগর ।। যুবরাজনগর ব্লকের পশ্চিম রাধাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মশালা গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। কর্মশালায় সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকে ৬১ জন ছেলে মেয়েকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থ সারথি দে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাধাপুর পঞ্চায়েত প্রধান অনামিকা পাল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহঅধিকর্তা দেবাশিস নাথ প্রমুখ।

কুমারঘাট ।। পাবিয়াছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তাহ ব্যাপী নাট্য বিষয়ক কর্মশালা ১১ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। কর্মশালায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে নাট্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুধাংশু দেবনাথ, শিক্ষক প্রেমাংশু দেব ও সুরনজিৎ দাস, শ্যামলিমা নাট্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, কুমারঘাট ব্লকের রাধানগর পঞ্চায়েতের মুসলিম পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে ১১ মার্চ থেকে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু হয়েছে। কর্মশালায় ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে জারি-সারি, লোকগীতি ও নজরুলগীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

This document was created using SmartPDFConverter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ঃ চতুর্থ দিন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০১৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস ও মাদ্রাসা ফাজিল থিয়োলজি পরীক্ষার চতুর্থ দিনে আজ ছিল অংক ও দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষা। রাজ্যের মোট ৫৬টি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে বলে পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে। তাতে জানা যায় সেইসব পরীক্ষা কেন্দ্রের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। অবশ্য সব পরীক্ষা কেন্দ্রের সব তথ্য এই সংবাদ প্রেরণ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আজ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে এক প্রেস রিলিজে এ তথ্য জানানো হয়।

সংগীত মহাবিদ্যালয়ে ধ্রুপদী সংগীতের কর্মশালা শুরু

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। আজ থেকে এস ডি বর্মন স্মৃতি সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ভবনে চারদিন ব্যাপী ধ্রুপদ-কন্ঠ সংগীত, পাখোয়াজ ও উপজাতী নৃত্যের কর্মশালা শুরু হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে, এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোলকাতার বিশিষ্ট ধ্রুপদ শিল্পী অধ্যাপিকা কাবেরী কর। পাখোয়াজ শিল্পী অপূর্বলাল মান্না, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা কুমার সিনহা, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ড. মনিকা দাশ সহ এ ডি সির ট্রাইবেল ফোক মিউজিক কলেজের প্রতিনিধিগণ।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে তার আলোচনায় রাজ্যে সারা বছর ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের এক রূপরেখা তুলে ধরেন। বিশেষ করে গ্রাম থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত লোকসংস্কৃতি চর্চা ও প্রসারে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিভিন্ন দিকগুলির কথাও তিনি উল্লেখ করেন। সংস্কৃতি চর্চায় দপ্তর আগামী দিনেও এই প্রয়াস অব্যাহত রাখবে বলে তিনি জানান।

নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সোনামুড়া, ১৫ মার্চ ।। নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পরিতোষ দাস, স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুকুমার নম:, কমিটির সদস্যগণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিগণ এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক সভায় জানান, বড়দোয়াল এস বি স্কুলকে সম্প্রতি উচ্চবিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যালয় সমুহের পঠন-পাঠন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে নলছড় ব্লক এলাকার সমস্ত এস বি ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে শীঘ্রই পর্যালোচনা সভা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রামীণ ক্রীড়া সংগঠিত করার সিদ্ধান্তও এদিনের সভায় নেয়া হয়। সভায় জানানো হয়, সংস্কৃতি চর্চার প্রসারে ব্লক এলাকায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি তিনটি সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু হয়েছে।

চলতি বছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে উড়াল পুলের নির্মাণ কাজ শেষ হবে ঃ পূর্তমন্ত্রী

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। বড়দোয়ালী থেকে ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী পর্যন্ত ২২৬০ মিটার লম্বা ডাবল লেন বিশিষ্ট উড়ালপুলের নির্মাণ কাজ গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে শেষ করা যায় সেজন্য দ্রুতগতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এই কাজে মোট ১৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কাজের বর্তমান ধারা বজায় থাকলে ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই এর নির্মাণ কাজ শেষ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে,- আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের আনা একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী এই তথ্য জানান। তিনি জানান, সমস্ত রকম নিয়ম বিধি মেনে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স এন সি সি লিমিটেডকে আগরতলা উড়ালপুলের নির্মাণ কাজ করার জন্য নির্বাচিত করা হয়। এই সংস্থাটির সবকিছু যাচাই করেই সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে তাদের কাজের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মেসার্স এন সি সি লিমিটেড গত বছরগুলিতে এন আই টি আগরতলা কমপ্লেক্স, পালাটানা বিদ্যুৎ প্রকল্প, মনারচক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সন্তোষ জনক ভাবে শেষ করেছে। বর্তমানে তারা আই জি এম হাসপাতালের পাকাবাড়ী নির্মাণের কাজ করছে। পূর্তমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা ভূকম্পন প্রবণ হওয়ায় পূর্তদপ্তর উড়ালপুল নির্মাণে অভিজ্ঞ জনসালটেন্ট নয়াদিল্লীর মেসার্স ভি কে এস ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেডকে দিয়ে ডি পি আর, নক্সা ইত্যাদি তৈরী করেছে এবং সেই নক্সা দিল্লী আই আই টি থেকে ভেটিং করে কাজ শুরু করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৫ সালের মে মাস থেকে মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু করা হয় এবং মাটি পরীক্ষার ফল বিবেচনা করে পরীক্ষামূলকভাবে ৯টি পাইলের কাজ করা হয়। সেই পাইলগুলির বহন ক্ষমতা নির্ধারণের পরীক্ষাও করা হয়। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবার পর ৩৪৬টি পাইল এবং ৬৬টি পিলারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টির কাজ চলছে। পূর্তমন্ত্রী জানান, এখন পর্যায়ক্রমে পাইল ক্যাপ, পিলার, পায়ার ক্যাপ, ষ্টীল বিম (গ্রিডার) এবং পাটাতন নির্মাণের কাজ হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বড়দোয়ালী থেকে মৌচাক ক্লাব পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটার পাটাতনের কাজ শেষ হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই উড়ালপুলের কাজের সঙ্গে বটতলায় হাওড়া নদীর উপর ১২০ মিটার দৈর্ঘের একটি ব্যালেন্সিং ক্যান্টিলিভার ব্রীজ তৈরী করা হচ্ছে। যার মাঝখানে কোন পিলার থাকবেনা এবং এই ব্রীজটি উড়ালপুলেরই অংশ বিশেষ।

পূর্তমন্ত্রী জানান, উড়ালপুলের কাজের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য আগরতলার বাইপাসের কাছে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এতে সমস্ত রকম নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সব পরীক্ষা এই পরীক্ষাগারে করা যায় না সেগুলির গুণগতমান পরীক্ষার জন্য কলকাতাস্থিত মেসার্স ওমেগা কনসালটেন্ট এবং মেসার্স মেগাবাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত। এছাড়াও আগরতলার এন আই টি এবং কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাপে ধাপে নির্মাণ সামগ্রী পাঠিয়ে গুণগতমান পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এরপর সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু সামগ্রী ব্যাঙ্গালোর এবং ইন্দোরে নিয়েও পরীক্ষা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় সর্বক্ষণের কাজ তদারকির জন্য নয়াদিল্লীর মেসার্স ভি কে এস ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেডকে প্রজেক্ট মনিটরিং কনসালটেন্ট (পি এম সি) হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের ইঞ্জিনীয়ার দিনরাত কাজের পর্যবেক্ষণ করছেন। এখানে তাদের একটি অফিসও স্থাপন করা হয়েছে।

This document was created using SmartPDFConverter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

বিধানসভায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য ১৫৯৫৬.৫৬ কোটি টাকার আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য ১৫৯৫৬.৫৬ কোটি টাকার আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব আজ বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারী অর্থমন্ত্রী ভানুলাল সাহা আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করেছিলেন । বিধানসভার দ্বিতীয়ার্ধে আজ বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ১৬টি ছাঁটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করা হয় । স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ, অর্থমন্ত্রী ভানুলাল সাহা, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক এবং গ্রামোন্নয়ন ও বন দপ্তরের মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আলোচনায় অংশ নেন । আলোচনার পর বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ধ্বনী ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বাস্থ্য ও পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, রাজ্যের জনগণের স্বার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে । তবে রাজ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব রয়েছে । মহকুমা হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেওয়া যাচ্ছেনা । তিনি বলেন, জি বি হাসপাতালে চব্বিশ ঘন্টাই চিকিৎসা পরিষেবা চালু রয়েছে। এটি রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল। এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও আছেন । চিকিৎসক স্বল্পতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ৩০০ চিকিৎসক নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। মাত্র ৩৫ জন চিকিৎসক আবেদন করেছেন। তিনি জানান, এ জি এম সি-তে এম ডি পড়ার জন্য আসন সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থমন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন চালু হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার যে যে ব্যবস্থা নিতে বলেছে তা ধাপে ধাপে রাজ্যে কার্যকর করা হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের রেশন কার্ড আধার নম্বর যুক্ত করে ডিজিটাইজড করা হচ্ছে। এই কাজ প্রায় ৯৮ শতাংশ শেষ হয়েছে। এই কাজ শেষ হলে তা স্টেট পোর্টালে সংযুক্ত করতে হবে। পরবর্তী স্তরে রাজ্যের সব মহকুমায় ই-পি ডি এস ব্যবস্থা চালু করা হবে। তিনি জানান, ধর্মনগরের চুড়াইবাড়ী চেকপোস্ট ২০১১ সালে আধুনিকীকরণ করার পর এই চেকপোষ্টে রাজস্ব আদায় বেড়েছে। তথ্য দিয়ে তিনি জানান, চেকপোষ্ট আধুনিক হওয়ার আগে ২০১০-১১ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমান ছিল ৯৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। আধুনিক করার পর চেকপোষ্টে রাজস্ব আদায় বেড়ে দাঁড়ায় ২০১১-১২ সালে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা । বৃদ্ধির হার ৫৩.২৯ শতাংশ । তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের কাজে ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিলে আমরা সমসময় স্বাগত জানাই এবং সংশোধনের চেষ্টা করা হয় ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা ও বিরোধী সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী বিজিতা নাথ বলেন, রাজ্যে ২৮টি সামাজিক ভাতা চালু রয়েছে । এরমধ্যে ৩টি সামাজিক ভাতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শেয়ারে প্রদান করা হয় । তিনি বলেন, ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬০৭ জন জাতীয় বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন। কিছু ভাতা প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে ব্যাঙ্কের একাউন্ট সংক্রান্ত জটিলতায় । রাজ্যে ৭১১৮ জনের ক্ষেত্রে এমন সমস্যা হয়েছিল । এমাসেই সমস্ত বকেয়া প্রদান করা হয়েছে । তিনি জানান, এখন থেকে সমস্ত সামাজিক ভাতার টাকা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে । সামাজিক ভাতা প্রদানের মতো ক্ষেত্রে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা যুক্তি সঙ্গত নয় ।

বিরোধী সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, গ্রামাঞ্চলে ৭৭ শতাংশ এলাকায় এবং শহরের ৯৯ শতাংশ এলাকায় পাইপ লাইনে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে । এবারের শুখা মরশুমে ৩টি ব্লকের ১৬টি পাড়ায় ট্যাংকারের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে । পানীয় জলের সুযোগ সর্বত্র পৌঁছে দিতে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে । সাফল্যও এসেছে । জলবাহিত রোগের প্রকোপ কমে আসছে । তিনি বলেন, রাজ্যে ২৯টি পানীয় জল পরিশোধন প্রকল্প রয়েছে । গভীর নলকূপ রয়েছে ১৬৪১টি। ৮০০-র উপর আয়রণ রিমুভ্যল প্ল্যান্ট করা হয়েছে । পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তিনি আরও বলেন, হাইপাওয়ার রিগ মেশিন দিয়েও যেখানে জলের স্তর পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে স্থানীয় জলের উৎসকে কাজে লাগানো হচ্ছে ।

ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে গ্রামোন্নয়ন এবং বনদপ্তরের মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া বলেন, রেগায় শ্রমদিবস সৃষ্টিতে পর পর পাঁচ বছর ত্রিপুরা দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে । গত বছর ত্রিপুরায় গড়ে ৯৪ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে । ভারত সরকার প্রতি বছরই ত্রিপুরাকে পুরস্কৃত করছে রেগায় সাফল্যের জন্য । তিনি বলেন, রেগায় দেড় লক্ষের বেশী সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে । প্রায় ৬৬ হাজার সম্পদ জিও টেগিং করা হয়েছে । কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন গাইড লাইন আরোপ করে রেগায় যেন বেশী করে কাজ না করা যায় সেই ব্যবস্থা করেছে । কমিয়ে দেওয়া হয়েছে লেবার বাজেটও । তিনি জানান, রাজ্যে বনায়নের জন্য বন দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ন করছে । সারা রাজ্যেই গাছ লাগানো হচ্ছে । উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কোথাও গাছ কাটতে হচ্ছে । তবে পুনরায় গাছ লাগানো ও হচ্ছে ।

আজকের সভায় বিরোধী দলের সদস্যরা ১৬টি ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছিলেন । ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন বিধায়ক রতনলাল নাথ, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন ও বিধায়ক আশিস কুমার সাহা ।

This document was created using Smart PDF converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com